পঞ্চম অধ্যায়

বাজার

বাজার

সাধারণ অর্থে বাজার বলতে একটি সুনির্দিষ্ট স্থানকে বুঝায়। কিন্তু অর্থনীতিতে বাজার শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থনীতিতে বাজার বলতে দ্রব্য ও সেবাকর্ম ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে পারস্পরিক দরকষাকষির মাধ্যমে একটি বিনিময় দাম স্থির করা হয়। যেমন- চালের বাজার, পাটের বাজার, সোনার বাজার,শ্রমের বাজার, শেয়ার বাজার ইত্যাদি। এখানে বলা যায় দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় ও বিক্রয়ের স্থান হল বাজার।

অধ্যাপক চ্যাপম্যন বলেন বাজার বলতে কোন নির্দিষ্ট স্থানকে বুঝায় না বরং এক বা একাধিক দ্রব্যকে বোঝায় যা ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বেচাকেনা হয়।।

অর্থনীতিবিদ কুর্নটের মতে, অর্থনীতিবিদগণ বাজার শব্দ দ্বারা দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় বিক্রয়ের কোন বিশেষ স্থানকে বোঝাননি বরং যে কোন অঞ্চলের সমষ্টিকেই বুঝিয়েছেন। যেখানে ক্রেতা ও বিক্রেতা অবাধ সংযোগের মাধ্যমে দ্রব্যের দাম সহজে ও দ্রুততার সাথে সমান হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়।

বাজারের প্রকারভেদ

বিভিন্ন বিষয়ের উপর ভিত্তি করে বাজারকে বিভিন্নভাবে বিভাজিত করা যায়

ক. সময়ের প্রেক্ষিতে বাজারের প্রকারভেদ

সময়ের প্রেক্ষিতে বাজার কে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১. স্বল্পকালীন বাজার

যে বাজারের স্থিতিকাল কয়েক ঘণ্টা বা কয়েক দিন তাকে অতি স্বল্পকালীন বাজার বলে। যেমন সকালের সবজি বাজার। একটি নির্দিষ্ট সময়ে বাজারে দ্রব্যের যোগান স্থির থাকে।

২. স্বল্পকালীন বাজার

স্বল্পকালীন বাজারের স্থায়িত্ব কয়েক মাস হতে পারে। যেমন- লুঙ্গি-গামছা ইত্যাদির বাজার। এই বাজারে চাহিদার পরিবর্তন হলে যোগান খানিকটা সাড়া দিতে সক্ষম।

৩. দীর্ঘকালীন বাজারের

দীর্ঘকালীন বাজারের সাধারণত কয়েক বছর স্থায়ী হতে পারে। এই বাজারে চাহিদার যেকোনো পরিবর্তনের সাথে যোগানের যেকোনো পরিবর্তন সম্ভব। এক্ষেত্রে কোন উপাদান প্রতিষ্ঠান তার উৎপাদনের আয়তন ও উপকরণের সম্পূর্ণ পরিবর্তন সাধন করতে পারে।

খ. অঞ্চলভেদে বাজারর প্রকারভেদ

অঞ্চলভেদে বাজার কে তিন ভাগে ভাগ করা হয়

১.স্থানীয় বাজার

যেসকল দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় একটি বিশেষ এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তাকে স্থানীয় বাজার বলে। সাধারণত তাড়াতাড়ি পচনশীল ও সহজে পরিবহন যোগ্য নয় এরকম বাজার নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

২.জাতীয় বাজার

যে দ্রব্যের বাজার সারা দেশব্যাপী বিস্তৃত থাকে তাকে জাতীয় বাজার বলে। যেমন- দেশে প্রস্তুত শাড়ি ও অন্যান্য কাপড়, আসবাবপত্র ইত্যাদি দ্রব্য-সামগ্রী দেশের মধ্যে সব অঞ্চলে কমবেশি ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে।

৩. আন্তর্জাতিক বাজার

যেসকল দ্রব্যের চাহিদা ও ক্রয়-বিক্রয় সমগ্র বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত সে সকল দ্রব্যের বাজারকে আন্তর্জাতিক বাজার বলা হয়। যেমন- স্বর্ণ, পাট, তুলা প্রভৃতি দ্রব্য বিভিন্ন দেশের মধ্যে লেনদেন হয়।

গ. প্রতিযোগতিার ভিত্তিতে বাজারের প্রকারভেদ

প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বাজার কে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়

১. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার

যে বাজারে বহুসংখ্যক ক্রেতা ও বিক্রেতা সমজাতীয় দ্রব্য একই দামে ক্রয় বিক্রয় করে তাকে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলে। বাজারে চাহিদা ও যোগান দ্বারা পণ্যের দাম একবার নির্ধারিত হলে কোন ক্রেতা-বিক্রেতার পক্ষে এককভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে তা পরিবর্তন করা সম্ভব হয় না।

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের বৈশিষ্ট্যসমূহ

- অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা
- দ্রব্যেরএকক সমজাতীয়
- ক্রেতা ও বিক্রেতা বাজার সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞান
- শিল্পে ফার্মসমূহের অবাধ প্রবেশ ও প্রস্থান
- বাহ্যিকপ্রভাব নেই
- উপকরণের সম্পূর্ণ গতিশীলতা
- মুনাফা সর্বোচ্চকরণ

২. অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার

যে বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতার সংখ্যা খুব কম হয় বিক্রয়যোগ্য দ্রব্য গুলোর মধ্যে গুণগত পার্থক্য থাকে এবং ক্রেতা ও বিক্রেতারা দ্রব্যের দাম কে কমবেশি প্রভাবিত করতে পারে তাকে অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার।

অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার কে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা-

ক. একচেটিয়া বাজার

যখন কোন একটি ফার্ম কোন একটি দ্রব্য উৎপাদন করে অসংখ্য ক্রেতাকে যোগান দেয় তখন সেই ফার্মকে একচেটিয়া কারবার বলে এবং যে বাজারে দ্রব্যটি কেনাবেচা হয় সেই বাজারকে একচেটিয়া বাজার বলা হয়। বাংলাদেশ কিছু একচেটিয়া বাজার দেখা যায়। যেমন- জয়দেবপুরে অবস্থিত সমরাস্ত্র কারখানা।

একচেটিয়া বাজারের বৈশিষ্ট্যসমূহ

- বিক্রেতা কর্তৃক উৎপাদন বা যোগান নিয়ন্ত্রণ
- নিকট পরিবর্তক দ্রব্য নেই
- সর্বাধিক মুনাফা লাভের চেষ্টা করা
- একচেটিয়া কারবারির ফার্ম ও শিল্প একই
- একচেটিয়া ফার্ম এককভাবে দাম ও যোগান নিয়ন্ত্রক
- নতুন ফার্মের প্রবেশ বন্ধ

একচেটিয়া বাজার ও পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের পার্থক্য

- পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতা সংখ্যা অসংখ্য। কিন্তু একচেটিয়া বাজারে ক্রেতার সংখ্যা অসংখ্য হলেও বিক্রেতার সংখ্যা একজন।
- পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দ্রব্য সর্বত্র একই দামে ক্রয় বিক্রয় হয়। কিন্তু একচেটিয়া বাজারের দাম সর্বত্র সমান থাকে না।
- পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে দরকষাকষির মাধ্যমে দাম নির্ধারিত হয়। কিন্তু একচেটিয়া বাজারে উৎপাদক বা ফার্ম ইচ্ছেমতো দ্রব্যের দাম নির্ধারণ করে।
- পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে দামের উপর কোন বিশেষ ফার্ম এর প্রভাব পড়ে না। কিন্তু একচেটিয়া বাজারে ফার্মের একচেটিয়া বাজারের দামের উপর ফার্মের প্রভাব থাকে। ফলের দাম বৃদ্ধির মাধ্যমে একচেটিয়া কারবার উৎপাদন ও বিক্রির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
- পূর্ণ প্রতিযোগিতায় ফার্মসমূহ অবাধে প্রবেশ কিংবা প্রস্থান করতে পারে। কিন্তু একচেটিয়া কারবার বিশেষ দ্রব্য উৎপাদন বিশেষ বিশেষ উৎপাদক নিয়ন্ত্রণ করে।
- পূর্ণ প্রতিযোগিতার প্রতিযোগিতায় দীর্ঘকালে শুধু স্বাভাবিক মুনাফা অর্জিত হয়। কিন্তু একচেটিয়া কারবার দীর্ঘকালে অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জিত হতে পারে।
- পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক ফার্ম হলো দাম গ্রহীতা। কিন্তু একচেটিয়া কারবার ফার্ম বা উৎপাদক হলো দাম নির্ধারক।

একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার

যে বাজারে বহুসংখ্যক বিক্রেতা থাকে পরে আবার যে বাজারে বহুসংখ্যক বিক্রেতা সম্পূর্ণ এক না হলেও প্রায় একই ধরনের দ্রব্য বিক্রয় করে তাকে একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলে। এই বাজারের সূত্রপাত তখনই ঘটে যখন বহুসংখ্যক বিক্রেতা পৃথকীকৃত দ্রব্য উৎপাদন করে। এখানে দ্রব্যের মধ্যে কিছু ভিন্নতা থাকে। যেমন- সাবান।

একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজারের বৈশিষ্ট্যসমূহ

- ফার্ম অথবা বিক্রেতার সংখ্যা
- উৎপাদিত দ্রব্যের পৃথকীকরণ
- শিল্পে ফার্মের অবাধ প্রবেশ ও প্রস্থান
- বিজ্ঞাপন ও বিক্রয় খরচ
- চাহিদার প্রকৃতি
- মুনাফা সর্বোচ্চকরণ
- দ্রব্যর অনুকরণ
- দীর্ঘকালীন পরিস্থিতি

গ. অলিগোপলি বাজার

যে বাজারে কতিপয় বিক্রেতা এবং অনেক ক্রেতা সমজাতীয় বা প্রায় সমজাতীয় দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করেন, এ ধরনের বাজারে একজন বিক্রেতা অন্যান্য বিক্রেতার আচরণ পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যেমন- টেলিযোগাযোগ খাতের নাম তার পণ্যের বিজ্ঞাপনে একজন চলচ্চিত্র নায়ক কে ব্যবহার করলেন সেটা পর্যবেক্ষণ করে আরেকটি ফার্ম তার বিজ্ঞাপনের জন্য প্রিয় খেলোয়ার কে ব্যবহার করে ক্রেতাদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেন।

অলিগোপলি বাজারের বৈশিষ্ট্যসমূহ

- বিক্রেতার সংখ্যাঃ এধরনের বাজারে কতিপয় বিক্রেতা থাকে।
- দ্রব্যের প্রকৃতিঃ এ ধরনের বাজার সমজাতীয় অর্থাৎ একই ধরনের বা প্রায় সমজাতীয় বা সামান্য পৃথকীকরণ করা যায়।
- সিদ্ধান্ত গ্রহণঃ এ ধরনের বাজারে একটি ফার্ম তার দ্রব্যের দাম ও উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারণে অন্যান্য প্রতিদ্বন্দী ফার্মের আচরণ পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।
- বিজ্ঞাপনের প্রভাবঃ এ ধরনের বাজারে ক্রেতাদের আকৃষ্ট করার জন্য বিজ্ঞাপনের আশ্রয় নিয়ে থাকে।

বাংলাদেশের বাজারব্যবস্থা

বাংলাদেশের প্রকৃতি ও পরিবেশের কারণে বিভিন্ন পণ্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের বাজার এবং বেচাকেনা ধরন লক্ষ করা যায়।

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার

বাংলাদেশে কোন পণ্যের বিশুদ্ধ পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার নেই, তবে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের কাছাকাছি বাজার লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশের কৃষি পণ্যের খুচরা বাজার পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের ভালো উদাহরণ। যেমন- ধানের প্রাথমিক বাজারে অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা থাকে এবং কোন একজন উৎপাদক ধানের বাজার কে প্রভাবিত করতে পারেন না। কিছু কিছু সেবার ক্ষেত্রে এমন বাজার দেখা যায়। যেমন- রিক্সা পরিবহন।

একচেটিয়া বাজার

বাংলাদেশে উৎপাদিত দ্রব্যের ক্ষেত্রে একচেটিয়া বাজার দেখা যায় না। তবে আমদানিকৃত পণ্য কিংবা সেবার ক্ষেত্রে এরুপ বাজার দেখা যায়। যেমন- জ্বালানি তেলের একমাত্র আমদানিকারক বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন, বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি।

একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার

বাংলাদেশের বিভিন্ন পণ্যের একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার। যেমন- বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য, প্রসাধনী দ্রব্য। কোন কোন সেবার ক্ষেত্রেও এরুপ বাজার দেখা যায়। যেমন- বেসরকারি হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার।

অধ্যায়ের সাথে সম্পৃক্ত গুরুত্বপূর্ণ ধারণা

সমজাতীয় দ্রব্য

যেসব দ্রব্যের এককগুলো সামগ্রী গঠন ও গুণগত দিক থেকে একই রকম অথচ পৃথকীকরণ করা যায় তাদেরকে সমজাতীয় দ্রব্য বলে।

অর্থ বাজার

যে প্রক্রিয়ায় দীর্ঘমেয়াদী অর্থের লেনদেন হয় তাকে অর্থবাজার বলে।

রেশনিং

দ্রব্য উৎপাদন আমদানি রপ্তানির ক্ষেত্রে যখন সরকার আনুপাতিক হার নির্ধারণ করে দেয় তখন তাকে রেশনিং বলে।

শ্রমবাজার

যে প্রক্রিয়ায় শ্রম বেচাকেনা করা হয় তাকে শ্রমবাজার বলা হয়। চাহিদা ও যোগান মজুরি নির্ধারণ করে। এক্ষেত্রে শ্রমিক জোট এবং শ্রমিক নিয়োগ কর্তৃপক্ষ দ্বারা শ্রমের মজুরি ও দাম নির্ধারিত হয়।

মূলধন বাজার

মূলধন বাজার হলো ঋণ লেনদেনকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান। মূলধন বাজার বলতে একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো কে বোঝায়, যা দীর্ঘকালীন ঋণ তহবিলের কারবার পরিচালনা করে। মূলধন বাজারে বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান দীর্ঘমেয়াদে কাজ করে।

ফার্ম ও শিল্প

একটি মাত্র দ্রব্য উৎপাদন করে এমন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে ফার্ম বলে। আর শিল্প বলতে মূলত অর্থনৈতিক এমন একটি প্রতিষ্ঠানকে বোঝায় যার অধীনে অসংখ্য ফার্ম থাকতে পারে। যেখানে ফার্ম সমূহ একবার মূল্য ও উৎপাদন নির্ধারণ করলে পরবর্তীতে তা আর পরিবর্তন করার সুযোগ নেই। অর্থাৎ শিল্পের অন্তর্গত ফার্মসমূহের মূল্য উৎপাদন স্থির হয়ে থাকে।

মূল্যের নিয়ম

ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে দরকষাকষির মাধ্যমে দ্রব্যের মূল্য নির্ধারিত হওয়াকে মূল্যের নিয়ম বলে। মূল্যের উপর দ্রব্যের বেচাকেনা নির্ভর করে। মূল্য নির্ধারিত হলে ক্রেতা-বিক্রেতা দ্রব্য বা সেবা বেচাকেনা করে। চাহিদা ও যোগান শক্তি মূল্য নির্ধারণ করে।

ভর্তুকি

উৎপাদন কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য পণ্যের একক প্রতি সরকার যে আর্থিক সুবিধা প্রদান করে তাকে ভর্তুকি বলে।

উপকরণ বাজার

যে প্রক্রিয়ায় উপকরণ ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে বেচাকেনা হয় তাকে উপকরণ বাজার বলে। উৎপাদনে ব্যবহৃত যে কোন মৌলিক উপাদানকেই উপকরণ বাজার বলে।